বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
স্বাধীনতা ভবন
৮৮, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
প্রশাসন বিভাগ
(www.bffwt.gov.bd)

বিষয়ঃ তথ্য অধিকার (RTI) আইন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	:	জনাব এস এম মাহবুবুর রহমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
সভার তারিখ	:	১০/০৩/২০২২ খ্রিঃ, (বৃহস্পতিবার)
সভার সময়	:	বেলা ১১.০০ ঘটিকা
সভার স্থান	:	সভাকক্ষ, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট "ক"

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি স্বাগত বক্তব্য বলেন, সরকারি কর্মচারীদের অন্যতম কর্তব্য হলো জনগণের সেবা করা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২১ (২) উল্লেখ রয়েছে " সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য"। সরকারি দপ্তরে সেবা পাওয়ার জন্য প্রয়োজন অফিসের কার্যাবলী সম্পর্কে জানা। আর দরকারি তথ্য পাওয়ার জন্য সরকার ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করেছে। তথ্যে নাগরিকের অবাধ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের কানো বিকল্প নাই। তাই তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কিত আজকের এই সভাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও বলেন, সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও কার্যালয়সমূহের জন্য প্রবর্তিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতেও তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়কে আবশ্যিক কাজ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তিনি এও বলেন, আমরা একটি দীর্ঘ সময় ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছি। তাই আমাদের প্রশাসনিক সংস্কৃতিতে গোপনীয়তা রক্ষার চর্চা এখনও রয়ে গেছে। গোপনীয়তার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এসে আমাদেরকে জনগণের সেবা করতে হবে। অত:পর তিনি সভার আলোচ্যসূচি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপনের জন্য সচিব ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট-কে অনুরোধ জানান। সচিব ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শোনান। বিগত সভার কার্যবিবরণীতে কোনরূপ সংশোধন বা সংযোজন না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর সভার অন্যান্য আলোচ্যসূচি অনুযায়ী নিম্নরূপ আলোচনা ও সদ্ধান্ত গৃহিত হয়:

০১। তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে অংশীজনের (Stakeholders) অবহিতকরণ:

ট্রাস্টের সচিব (উপসচিব) তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ ও বিধি-বিধান power Point এর মাধ্যমে বিস্তারিত উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, সরকারি কর্মচারীদের মানধিকার, ন্যায়বিচার ও সমাজে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হচ্ছে তথ্য অধিকার। সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি হ্রাস করার লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়েছে। নাগরিকের মানবাধিকার রক্ষার্থে রাষ্ট্রের এ উদ্যোগ অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য। তিনি আরও বলেন, তথ্য হলো শক্তি। অন্যভাবেও বলা যায়, তথ্য হলো ক্ষমতা। সংবিধানের ৭ম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক হচ্ছে জনগণ। তাই তথ্য অধিকার আইনের দ্বারা সাধারণ জনগণ ক্ষমতায়িত হবে এবং এটি রাষ্ট্রের কাছ থেকে নিয়ন্ত্রণের চাবি জনগণের নিকট পৌঁছে দিবে। তথ্য অধিকার আইনকে সফলভাবে বাস্তবায়ন ও অংশীজনের (Stakeholders) এ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তথ্য অধিকার আইন অবহিত করা একান্ত জরুরি। প্রকাশযোগ্য তথ্য এ ট্রাস্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রদানকৃত তথ্য অধিকার প্রদানের জন্য

চলমান পাতা-০২

একজন তথ্য কর্মকর্তা নিযুক্ত রয়েছেন। তার নিকট আবেদন করলে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা হচ্ছে। অত:পর তিনি সভায় উপস্থিত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা/প্রজন্মদেরকে পরামর্শমূলক বক্তব্য উপস্থাপনের আহবান জানান।

সভায় অংশ নিয়ে যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব আব্দুল ওহাব বলেন, অংশীজনদেরকে (Stakeholders) নিয়ে অনুষ্ঠিত আজকের এ সভায় তথ্য অধিকার বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পেরে আমরা সমৃদ্ধ হয়েছি। তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে কিভাবে অধিকার আদায় করা যায় অথবা কিভাবে তথ্য পেতে হয় এগুলো জানতে পেরে আমরা আমাদের অধিকার আদায় সচেষ্ট হবো।

০২। <u>অত:পর বিস্তারিত আলোচনান্ত নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:</u>

(ক) তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ অনুযায়ী সুবিধাভোগীদের তথ্য প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

০৩। পরিশেষে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করে এবং সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(এস এম মাহবুবুর রহমান)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ও
তথ্য প্রদান সংক্রান্ত আপিল কর্মকর্তা

স্মারক নম্বর-৪৮.০১.০০০০.১০২.৩১.০০৪.২১-৮৭৫

তারিখ: ২৯ ফাল্গুন ১৪২৮ / ১৪ মার্চ ২০২২

<u>অনুলিপি সদয় অবগতি/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):</u>

(০১) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট।
(০২) জনাব ছালেহ আহমেদ, উপ-প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
(০৩) জনাব আবুল কালাম আজাদ, ব্যবস্থাপক (কল্যাণ), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
(০৩) জনাব মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম, সহকারী প্রধান প্রকৌশলী (সিভিল), প্রকৌশল শাখা, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
(০৪) জনাব ফয়েজ আহমেদ খান, বেসিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
(০৫) জনাব শেখ গোলাম সরোয়ার, সহকারী প্রোগ্রার (আইসিটি) ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট, এনআইএস, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট (এ ট্রাস্টের ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো)
(০৯) জনাব .....

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে:

০১। যুগ্মসচিব (সনদ, গেজেট ও প্রত্যয়ন) ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০২। পরিচালক (শিল্প ও বাণিজ্য/অর্থ/কল্যাণ)/সচিব, ~~মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়,~~ ঢাকা।
০৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট (ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
০৪। অফিস কপি/গার্ড ফাইল